দৈনিক বাংলা

তারিখ 27 JUN 1987
পৃষ্ঠা 1 কলাম 6

১২ই আষাঢ় ১৩৯৪ বাং

সিন্ডিকেটের জরুরী বৈঠক

ক্যাম্পাসে আবার সংঘর্ষ : গুলি

(স্টাফ রিপোর্টার)

গতকাল দুপুরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দুটি বিবদমান ছাত্র সংগঠনের মধ্যে প্রচন্ড গোলাগুলি এবং ধাওয়া পাল্টা ধাওয়ার ফলে ক্যাম্পাসে পুনরায় উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। গত দুদিনের সংঘর্ষে কয়েক জন আহত হয়েছে। ভস্মীভূত হয়েছে পাঁচটি মোটর সাইকেল।

বিকালে জরুরীভাবে ডাকা সিন্ডিকেটের এক সভায় বিশ্ববিদ্যালয়ে বিরাজমান পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করা হয়। সভায় এক পর্যায়ে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্যে বন্ধ ঘোষণার সিদ্ধান্ত নেয়া হলেও তা আনুষ্ঠানিকভাবে জানানো হয়নি।

(শেষ পৃঃ ৬-এর কঃ দ্রঃ)

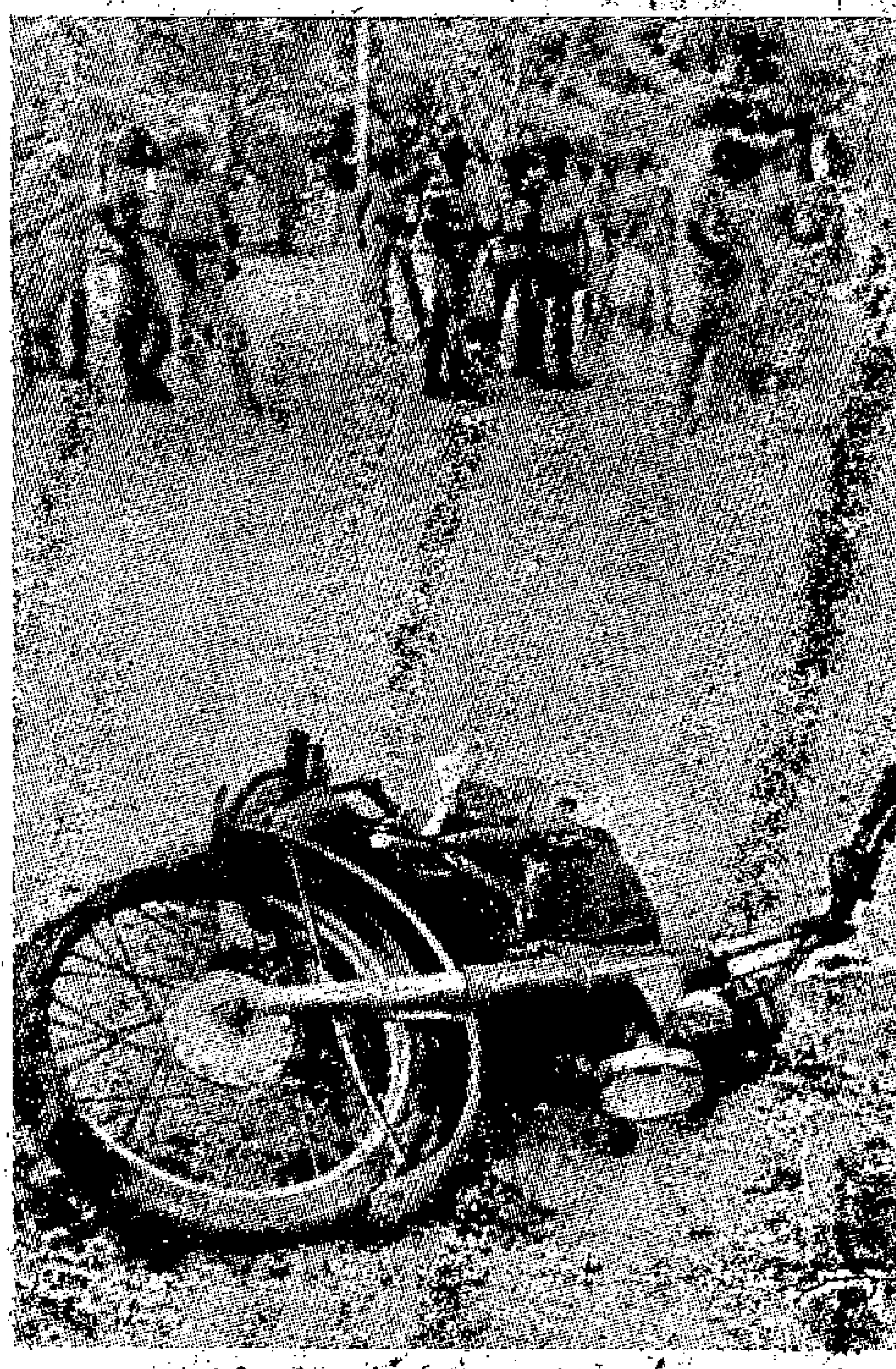

গতকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় দুইদল ছাত্রের সংঘর্ষের এক পর্যায়ে ভিসির বাড়ির সামনে এই মোটর সাইকেলে আগুন ধরিয়ে দেয়া হয় —দৈনিক বাংলা

দৈনিক বাংলা

তারিখ 27 JUN 1987
পৃষ্ঠা 1 কলাম 6

১২ই আষাঢ় ১৩৯৪ বাং

ক্যাম্পাসে আবার সংঘর্ষ

(১-এর পৃঃ পর)

রাত পৌনে একটায় যোগাযোগ করা হলে প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর জানান ঃ সিন্ডিকেটের এ সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখা হয়েছে।

ভিসির বাসভবন প্রাঙ্গণে এবং ক্যাম্পাসের বিভিন্ন স্থানে রাতে পুলিশ টহল রয়েছে।

সংঘর্ষের সূত্রপাত হয় বৃহস্পতিবার রাতে সূর্যসেন হলে। সিটের দখল নিয়ে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল এবং ছাত্রলীগের (মু-না) মধ্যে সংঘর্ষ বাধে। গোলাগুলি এবং বোমাবাজি মহসীন হল ও সূর্যসেন হল এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে। সংঘর্ষ চলাকালে এ এলাকায় তিন দফায় তিনটি মোটর সাইকেলে আগুন ধরিয়ে দেয়া হয়। দুটি হলেই ভাংচুর ও তছনছ হয়েছে বেশ কয়েকটি কক্ষ। সংঘর্ষের এক পর্যায়ে একটি পক্ষ ভিসির কাছে গিয়ে অভিযোগ করে যে তাদের হল থেকে বের করে দেয়া হয়েছে। তারা হলে ফেরার ব্যবস্থা করার জন্যে ভিসির নিকট দাবী জানায়। ভিসি এ পর্যায়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য কর্মকর্তার সঙ্গে বৈঠকে বসেন। রাত দুটোর দিকে উত্তেজনা প্রশমিত হয়।

গতকাল সকালে ক্যাম্পাসে পুনরায় মৃদু উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। ছাত্রদল কর্মীরা সূর্যসেন হল এলাকায় এবং ছাত্রলীগ কর্মীরা ভিসি বাসভবনের সামনের সড়কে অবস্থান করছিল। সকালে প্রশাসনিক ভবনের পাশে আরও একটি মোটর সাইকেল ভস্মীভূত হয়।

দুপুরে সোয়া বারোটার দিকে বিবদমান দুটি দলের মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয়। এ সংঘর্ষে উপর্যুপরি গুলিবর্ষণ চলে। সেই সঙ্গে চলে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া। টিএসসি মোড় পর্যন্ত এর বিস্তৃতি ঘটে। ক্যাম্পাস এলাকায় আতংক ছড়িয়ে পড়ে। পুলিশ এ সময় ক্যাম্পাস অভিমুখী যানবাহনের গতি নিয়ন্ত্রণ করে। এ সংঘর্ষ প্রায় আধ-ঘন্টা স্থায়ী হয়। এক পর্যায়ে ভিসির বাসভবনের সামনের সড়কে অবস্থানকারীরা স্থান ত্যাগ করে। সূর্যসেন হলের সামনে অবস্থানকারী পক্ষ এ পর্যায়ে ভিসির বাসভবন প্রাঙ্গণে চলে আসে। কিছুসময় পর এ এলাকায় পুনরায় একটি মোটর সাইকেলে আগুন ধরিয়ে দেয়া হয় আরোহী দুজনের একজন ছুরিকাহত এবং অন্যজন প্রহৃত হয়।

দুপুরে মাইকযোগে সাতদলীয় জোটের রোববারের সমাবেশের প্রচারণা চালানোর সময় প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় গেটে একজন বিএনপি কর্মীকে কয়েকজন যুবক প্রহার করে। বিকালে টিএসসি মোড়ে একদল যুবকের একটি মিছিল থেকে ৩/৪ রাউন্ড গুলির শব্দ শোনা যায়।

জরুরীভিত্তিতে আহূত সিন্ডিকেট সভা বিকাল চারটায় শুরু হয়ে দু ঘন্টা ধরে চলে।

রাত দশটায় ছাত্রদের একটি মিছিল ভিসির বাসভবনে গিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা না করার দাবী জানায়। ভিসি প্রফেসর আবদুল মান্নান সমবেত ছাত্রদের উদ্দেশ্যে বলেন, ক্যাম্পাসে সন্ত্রাস সংঘর্ষ না হলে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করা হবে না।

ছাত্রলীগের (মু-না) সাংবাদিক সম্মেলন

ছাত্রলীগ (মু-না) বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে যে কোন অস্ত্রধারীর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যে কর্তৃপক্ষের প্রতি দাবী জানিয়েছে।

শুক্রবার ছাত্রলীগ (মু-না) আয়োজিত এক জরুরী সাংবাদিক সম্মেলনে এ দাবী জানানো হয়। সংগঠনের সভাপতি মুশতাক হোসেন এতে লিখিত বক্তৃতা পাঠ করে শুনান।

সাংবাদিক সম্মেলনে অভিযোগ করা হয় যে বৃহস্পতিবার রাতে একদল সশস্ত্র ব্যক্তি মহসীন হলের ১৭টি এবং সূর্যসেন হলের তিনটি কক্ষের ক্ষতি সাধন করে এবং গতকাল বেলা ১১টায় যখন পরিবেশ পরিষদের একটি সভা চলছিল তখন সভাটি ভন্ডুল করার জন্যেও এসব সশস্ত্র ব্যক্তি অতর্কিতে হামলা চালায়।

ছাত্রলীগ (মু-না) সাংবাদিক সম্মেলনে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রী, শিক্ষক কর্মচারী কর্মকর্তা সহ সকল মহলকে ঐক্যবদ্ধভাবে ক্যাম্পাস থেকে সন্ত্রাস প্রতিহত করারও আহ্বান জানান হয়।

বিভিন্ন সংগঠনের উদ্বেগ

জাতীয় ছাত্র সমাজ কেন্দ্রীয় সংসদের সভাপতি এম সাজ্জাদ হোসেন ও সাধারণ সম্পাদক শাহ জাহান সাজু এক যুক্ত বিবৃতিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।

বিবৃতিতে তারা বলেন, গত দু দিন ধরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এক শ্রেণীর দুষ্কৃতিকারী ও অস্ত্রধারী শিক্ষাঙ্গণের সুষ্ঠু পরিবেশ এবং পরিবেশ পরিষদ কমিটির ভূমিকাকে উপেক্ষা করে ক্যাম্পাসে সন্ত্রাস কায়েম করেছে।

বিবৃতিতে দোষী ব্যক্তিদের চিহ্নিত করে তাদের তালিকা প্রকাশ এবং তাদেরকে পরিবেশ পরিষদ থেকে বহিস্কারের দাবী জানানো হয়।

ছাত্রলীগ (শাহাবুদ্দিন) ও ছাত্রলীগ (আজীজ-মীরাজ) পৃথক পৃথক বিবৃতিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সন্ত্রাসমূলক কার্যকলাপে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে।